মৎস্যবার্তা
Fisheries Newsletter

২য় বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা: এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০১৬, প্রকাশনায় ঃ মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি জোরদারকরণে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো গত ১৯ জুলাই হতে ২৫ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনার সাথে সারা দেশে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত হয়েছে। ১৯ জুলাই সকাল ৮:০০ টায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি সড়ক র‍্যালির উদ্বোধন করেন। জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ মূলক এ বর্ণাঢ্য সড়ক র‍্যালিটি মৎস্য ভবন হতে শুরু হয়ে হাইকোর্ট- দোয়েল চত্বর -প্রেসক্লাব হয়ে মুক্তাঙ্গণে শেষ হয়। সড়ক র‍্যালি শেষে মাননীয় মন্ত্রী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। সড়ক র‍্যালিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ আরিফ আজাদ উপস্থিত ছিলেন। র‍্যালিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ওয়াল্ডফিসসহ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, মৎস্যজীবী-জেলে, মৎস্যচাষি ও বিভিন্ন অংগসংগঠনের নেতৃবন্দ ও স্থানীয় প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অতপর বেলা ১১:০০ টায় মৎস্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর কার্যক্রম এবং এর প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে জনগণকে অবহিত করার জন্য সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি সাংবাদিকবৃন্দের নিকট এ সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

সংবাদ সম্মেলনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সৈয়দ আরিফ আজাদ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শেখ মুস্তাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে বেলা ১১:০০ টায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি বর্তমান সরকারের আমলে মৎস্য সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়নের সাফল্য তুলে ধরেন। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের ৫ম স্থান অর্জনের প্রশংসা করেন এবং এধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহবান জানান।

তিনি সমুদ্র বিজয় এবং এর পরবর্তী কার্যক্রমের উল্লেখ করে বলেন ইতোমধ্যে

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় খেদাপাড়া বাওড়ে পোনামাছ অবমুক্ত করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি নুতন গবেষণা জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে যা দ্বারা গবেষণা ও জরিপ করে সমুদ্রে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মজুদ নির্ণয় ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ করা হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন তাঁর সরকার এ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে তিনি বিপুল করতালির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সৈয়দ আরিফ আজাদ, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের মৎস্য সেক্টরে বিশেষ অবদান রাখায় ৫ জন ব্যক্তিকে স্বর্ণপদক, এবং ১৫ জন ব্যক্তিকে রৌপপদক, সনদপত্র প্রদান করেন। পুরস্কার প্রদান পর্বটি উপস্থাপনা করেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ আরিফ আজাদ। অতপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন।

২১ জুলাই বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক শো অনুষ্ঠিত হয়। টক শোতে অংশগ্রহণ করেন জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সৈয়দ আরিফ আজাদ, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ। একই দিনে বাংলাদেশ বেতারে টকশো-তে জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মহাপরিচালক, বিএফআরআই এবং জনাব মোঃ জাহিদ হাবীব, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

২২ জুলাই ২০১৬ তারিখে বিকাল ৪:০০ টায় কেআইবি প্রাঙ্গণে আয়োজিত

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে ধানমন্ডী লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে জাতীয় সংসদ ভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি।

কেন্দ্রীয় মৎস্য মেলা ২০১৬ প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএফডিসির চেয়ারম্যান, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ আরিফ আজাদ ও বিএফআরআই এর মহাপরিচালক। মাননীয় মন্ত্রী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ কেন্দ্রীয় মৎস্য মেলা ২০১৬ উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। এ বছর মেলায় ৩২ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৩ জুলাই ধানমন্ডী লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নুর তাপস এমপি।

২৪ জুলাই ৬ষ্ট দিনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ বঙ্গভবন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি, সচিব, জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সৈয়দ আরিফ আজাদ এবং বঙ্গভবনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তম দিন ২৫ জুলাই জাতীয় সংসদ ভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি, এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মীর শওকাত আলী বাদশা এমপি। এই দিন বিকাল ৪:০০ টায় কেআইবি প্রাঙ্গণে জাতীয় মৎস্য মেলা ও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ এর সমাপনি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি প্রধান অতিথি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বিশেষ অতিথি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মীর শওকাত আলী বাদশা এমপি এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সৈয়দ আরিফ আজাদ। অনুষ্ঠানে মূল্যায়ণ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ গোলজার হোসেন, উপপরিচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অধিদপ্তর। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ কে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের ভূমিকা

বাংলাদেশে নদী ও মোহনাঞ্চল, সুন্দরবন, বিল, হাওড়, বাওড়, ছড়া, কাপ্তাই হ্রদ ও প্লাবনভূমিসহ ৩৯.০৬ লক্ষ হেক্টর মুক্ত জলাশয় আছে (ডিওএফ ২০১৪-১৫)। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে মৎস্য অধিদপ্তর ''উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ'' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সারা দেশে (৬০টি জেলা) পর্যায়ক্রমে মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা

অবমুক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠন করে কমিউনিটি মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

- বিল নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করা।
- পোনা মজুদকরণের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- জলাশয় পার্শ্ববর্তী ও তীরবর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠী, মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি মজুদের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা এবং
- নির্বাচিত জলাশয় সংশিষ্ট সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ের প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২০১৬-১৭ আর্থিক সালে অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে ৫৫টি জেলায় ১০-১৩ সে.মি. আকারের ২০৭.৩৬ মে.টন রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং পাশাপাশি কয়েকটি জেলায় কই, শিং, মাগুর, টেংরা, গুলসা প্রভৃতি বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় ট্যাংগারচর বিলে পোনামাছ অবমুক্ত করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব অ্যাডভোকেট মৃনাল কান্তি দাস এমপি।

পোনামাছ অবমুক্তকরণ কার্যক্রম মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সংসদ সদস্য/সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পোনামাছ অবমুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। অবমুক্তকৃত পোনামাছ থেকে ৮০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। সারা দেশে বিভাগওয়ারী পোনামাছ অবমুক্তির বিবরণী নিম্নরূপ।

অবমুক্তকৃত পোনার বিবরণ	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	ময়মনসিংহ	মোট
পোনার পরিমান (মে. টন)	৩৭.৫৬	২২.৩৮	২৩.৮১	৫.৭২	৬৭.৭৮	১৬.৪৯	২২.৯২	১০.৭০	২০৭.৩৬
পোনার সংখ্যা (লক্ষ)	১৫.২৫	৮.৯৫	৯.৫২	২.৩০	২৭.১১	৬.৬০	৯.১৬	৪.২৮	৮৩.১৭

বিল নার্সারী প্রকল্প এর কার্যক্রমের আওতায় কপোতাক্ষ নদে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হচ্ছে।

এছাড়া চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত ১৪৬ টি উপজেলায় ১৬০ টি গ্রুপের সুফলভোগীদের গ্রুপ মবিলাইজেশন সংক্রান্ত সিবিও সমাবেশ আয়োজন এবং ১৯টি উপজেলায় ১৯ টি ব্যাচের মাধ্যমে ৪৭৫ জন মৎস্যচাষী/ মৎস্যজীবী/ সিবিও সদস্যকে উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ আর্থিক সালে প্রকল্পের আওতায় ৭০১টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। এবং প্রায় ৭ কোটি ৩০ লক্ষ পোনামাছ উৎপাদিত হয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা যায়, যা থেকে প্রায় ২৫০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চিত্র: ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় চরচরিয়া বিলে বিল নার্সারি থেকে উৎপাদিত পোনামাছ অবমুক্তকরণ।

প্রকল্প কার্যক্রম সংশিষ্ট জলাশয়সমূহের সিবিও সদস্যদের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত হওয়ার ফলে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিরও পুনরার্বিভাব ঘটেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্ত জলাশয়সমূহে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পোনামাছ অবমুক্তকরণ এবং বিল নার্সারি স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের জন্য বেইজলাইন তথ্য (জলাশয়ের নাম, আয়তন, গভীরতা, প্রাপ্ত মাছের প্রজাতি, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি, সুফলভোগীর সংখ্যা প্রভৃতি) এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত তথ্যাদি (কার্যক্রম পূর্ব ও পরবর্তী উৎপাদন, মাছের প্রজাতি, সুফলভোগীর সংখ্যা প্রভৃতি) সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে প্রকল্প মেয়াদে বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় গলদা চিংড়ি চাষ কেস স্টাডি

উত্তরের এ জেলায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপশি মৎস্যচাষীরা উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ মূল্যের মৎস্য চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে। লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ (রানা) তাঁর ৪০ শতক পুকুরে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ করে ইতোমধ্যে নিজেকে সফল গলদা চিংড়ি চাষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর অর্থায়নে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ এর কারিগরী পরামর্শে ৪০ শতক আয়তনের পুকুরে গলদা কার্প মিশ্রচাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়।

জনাব আজাদ বিগত ০৭ বছর যাবত আধানিবিড় পদ্ধতিতে রুই জাতীয় মাছ চাষ করে আসছিলেন। যার ফলে তার পুকুরে প্রতি বছর প্রায় ৫০০ কেজি রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন হতো। যা থেকে মূলত নিজের পরিবারের মাছের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি কিছু আয়ও করতেন। তিনি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ শুরু করেন। গত ১৬ ই জুন ২০১৬, উপজেলা মৎস্য দপ্তর, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট এর উদ্যোগে উক্ত পুকুরে ১১০০ পিস গলদা চিংড়ির জুভেনাইল ও ৩০০ টি রুই, কাতলা ও সিলভার কার্পের পোনা মজুদ করা হয়। এরপর প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত পিলেট খাদ্য ও সার

নিয়মিত প্রয়োগের ফলে প্রতি কেজিতে ১৫-১৬ টি আকারের গলদা চিংড়ি পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে ০৮ কেজি গলদা চিংড়ি আহরণ করে নিজের পরিবারের খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ ও আত্মীয়-স্বজনকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন এবং ১০ কেজি গলদা চিংড়ি বাজারে বিক্রি করেছেন।

নমুনায়নের মাধ্যমে জানা যায় যে, ৪০০ কেজি কার্প এর পাশাপাশি ৭০ কেজি গলদা চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১,০৪,০০০/- (এক লক্ষ চার হাজার)) টাকা মাত্র। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্প হতে পোনা, জুভেনাইল, খাদ্য ও উপকরণ বাবদ ৪০,০০০/-(চলিশ হাজার) টাকা এবং চাষীর নিজস্ব ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা মোট ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। অতএব নীট আয় ৫৪,০০০/- (চুয়ান্ন হাজার) টাকা মাত্র। জনাব আজাদ কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ করে খুব খুশি হয়েছেন এবং তার বন্ধুচাষীসহ পার্শ্ববর্তী অনেক চাষী তাঁর খামারে আসছেন, গলদা চিংড়ি দেখছেন ও গলদা চিংড়ি চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

জনাব আবুল কালাম আজাদ (রানা) মনে করেন স্থানীয়ভাবে চিংড়ির জুভেনাইলের প্রাপ্যতা এবং গলদা চিংড়ির বাজারজাতকরণে কিছু সমস্যা রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এ সকল সমস্যা দুর হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কুচিয়া মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যবস্থাপনা ও চাষ পদ্ধতি

কুচিয়া একটি ইল (Eel) জাতীয় মাছ যা বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জলাশয়ে উৎপাদিত হয়ে থাকে। দেশের ক্ষুদ্র উপজাতি জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট মজাদার খাবার হিসেবে কুচিয়া জনপ্রিয়। তাই স্বল্প জনগোষ্ঠীর জন্য এ মাছের চাহিদা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পরিমাণের দ্বারা পূরণ হতো। পুষ্টিগুনে উন্নত এ মাছের বিদেশে ব্যাপক চাহিদা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বিষয়টিকে সামনে রেখে এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রাকৃতিক প্রজনন:

আমাদের এ অঞ্চলে পরিপক্ক কুচিয়া সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রজনন করে। তবে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস মূখ্য প্রজননকাল। কুচিয়া ডিচের বকচরে বিশেষ ধরণের গর্ত করে বাসা তৈরি করে যেখানে সে ডিম দেয় এবং পুরুষ কুচিয়ার স্পার্ম দ্বারা নিষিক্ত হয়। প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যবস্থাপনায় করণীয়সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

-ডিম দেয়ার সাথে সাথে তা গামলা বা অনুরূপ পাত্রে সংগ্রহ করতে হবে। ডিমের অক্সিজেন চাহিদা বেশী থাকে, বিধায় এরেটর এর মাধ্যমে পাত্রের পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

-গামলায় আশ্রয়স্থল হিসেবে প্লাষ্টিকের তৈরি চিকণাকৃতির ফিতা দিয়ে তৈরি একটি ঝাড়ু একপাশে স্থাপন করতে হবে।

-ডিম থেকে লার্ভিগুলো পরিস্ফুট হতে সাধারণত ০৩ দিন সময় লাগে ও লার্ভির ভিতরে ইয়ক স্যাক (Yolk sac) শোষিত হতে ০৪ দিন সময় লাগে।

ইয়ক স্যাক শোষিত হওয়ার পূর্বেই লার্ভাগুলি খাদ্য গ্রহণ শুরু করে ও প্রথম খাবার হিসেবে সিদ্ধ ডিমের কুসুম ব্যবহার করা হয়।

প্রতি এক লক্ষ পোনার জন্য একটি ডিমের কুসুম সরবরাহ করতে হবে এবং ০৩ দিন পর থেকে খাবার হিসেবে জুওপ্লাঙ্কটন ময়না ব্যবহার করা

চিত্র: কুচিয়া মাছের ডিম

চিত্র: কুচিয়া মাছের রেনু

একুয়াকালচার পদ্ধতিতে কুচিয়া মাছের চাষ:

একুয়াকালচার পদ্ধতির মধ্যে ডিচে চাষ পদ্ধতি উপযোগী বলে বিবেচিত। কুচিয়ার জলাশয় থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা অধিক। তাই, অধিক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষ করার জন্য ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরে (ডিচ) চাষ অধিক নিরাপদ বলে বিবেচনা করা হয়।

কুচিয়া চাষে ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর (ডিচ) তৈরি:

খামারের উঁচু জায়গায় ৩০.০ ফুট ১২.০ ফুট ৩.৫ ফুট আয়তনের একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর নির্মাণ করতে হবে। ডিচের বাহিরের চারদিকে ২.৫ ফুট উঁচু বাঁশের শক্ত খুঁটি পুঁতে বাঁশের ফালি দিয়ে বেড়া দিতে হবে। ভিতরের চারদিকে বেড়া ঘেসে ১ ফুট চওড়া ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটির একটি কুলপাড়/বকচর নির্মাণ করতে হবে। ডিচের তলদেশে প্রথমে পলিথিন বিছিয়ে তার উপর ত্রিপোল বিছিয়ে দিতে হবে এবং তার উপর ১.৫ ফুট উচ্চতার দুইটি (৮০%এঁটেল ও ২০% দোঁআশ) মাটির মধ্যে ১টি কম্পোষ্ট এর স্তর দিতে হবে।

কুচিয়ার পোনা মজুদকরণ:

প্রতি বর্গফুট পানিতে গড়ে ১০০ গ্রাম ওজনের ৫-৭ টি হারে কুচিয়ার পোনা মজুদ করতে হবে। পোনা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উভয় উৎস হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। পোনা ছাড়ার পূর্বে ডিচটির পরিবেশ ধান ক্ষেতের আবাস্থলের মত সৃষ্টি করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ:

কুচিয়ার খাদ্য গ্রহণের পরিমান নির্ভর করে মাছের মোট ওজন ও পরিবেশের তাপমাত্রার ওপর। খাবার হিসেবে ছোট মাছ, মাছের পোনা, কেঁচো, শামুক, সিল্ক ওর্য়াম পিউপা, জলজ কীটপতঙ্গ, ফিশমিল ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। জীবন্ত খাবার হিসেবে কার্প মাছের রেণু বা ধানি পোনা মাঝে মাঝে মজুদ করতে হবে। এছাড়া প্রতিদিন শারীরিক ওজনের ৩-৫% সম্পূরক খাবার দিতে হবে। কুচিয়া মাছ নিশাচর প্রাণী। রাতে খাবার খায়। ছোট শুটকি মাছ তার দিয়ে মালা গেথে পাইপের মধ্যে ভরে তলায় রেখে দিতে হবে। মাছ খেয়ে ফেললে আবার পূর্বের ন্যায় খাবার দিতে হবে।

এখানে উলেখ্য যে, খাবার ট্রেতে করে সাজিয়ে দিলে ভাল। ট্রে টি কাঁদার উপর পানির নীচে রাখতে হবে। কুচিয়া চাষে নিম্নরূপভাবে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে:

	প্রয়োগ হার দেহের ওজনের)	প্রয়োগ সময়কাল
জীবিত ধানী পোনা	৩.০%	১৫ দিন অন্তর
শুটকী (ফিশমিল)	১.০%	১ দিন পর পর
শামুক/ঝিনুকের মাংশ	১.০%	২ দিন পর পর
কেঁচো	০.২০%	প্রতিদিন
ছোট শামুক, সিল্ক ওর্য়াম পিইপিও জলজ কীটপতঙ্গ	৫%	২ দিন পর পর

রংপুর জেলার তিস্তা সেচ ক্যানেলে মাছ চাষ

মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মালিকানাধীন তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছের পোনা অবমুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ প্রত্যাশিত মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ০৩/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে রংপুর জেলাধীন বিনোদন কেন্দ্র 'ভিন্ন জগত' সংলগ্ন গঙ্গিপুর থেকে মমিনপুর পর্যন্ত তিস্তা খাল অংশে জনাব মোঃ রাহাত আনোয়ার, জেলা প্রশাসক, রংপুর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাছের পোনা অবমুক্তির মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত মাছের পোনা অবমুক্তি অনুষ্ঠানে রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নাসিমা জামান ববি; জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ড. মোঃ জিল্লুর রহমান; উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান; স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খলেয়া ইউপি চেয়ারম্যান সহ মৎস্য অধিদপ্তরীয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ, সুফলভোগী সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

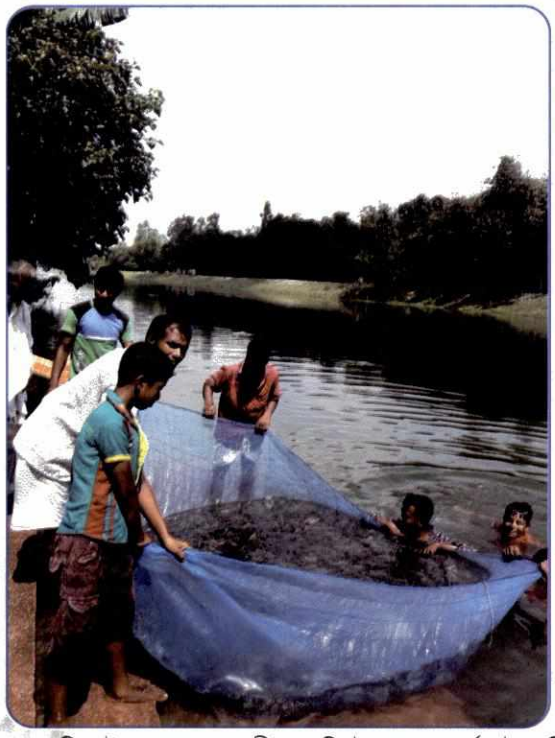

স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রায় ৯৩ কিলোমিটার খালে মাছ চাষ করার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মৎস্য

অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী তিস্তা সেচ ক্যানেলে সেচ কাজে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি না করেই মাছ চাষ করা সম্ভব হবে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রংপুর জেলার ১৩.৫ কিলোমিটার খালে মাছ চাষ করার জন্য মাছের পোনা, মাছের পলায়ন পথ বন্ধ, মাছ পাহারা, সুফলভোগীগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, মাছ আহরণ ও বিপনন, ইত্যাদি খাতে ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে প্রায় ১২.৫ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ করে ইতোমধ্যে ২.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯৭৫ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে রংপুর জেলার ২টি খন্ডে ক্যানেল

সংলগ্ন ৩৭৮ জন সুফলভোগী নির্বাচন, কার্যকরী কমিটি গঠন পূর্বক সুফলভোগীগণকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে এ এলাকার জনগণের কর্মসংস্থান ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি সহ জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং মাছ চাষের পাশাপাশি মাছের ব্যবসা, মাছের পোনা উৎপাদন ও বিপণন, হাঁস চাষ, গো-খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সহ এতদসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য যে, এ কার্যক্রমের অতি ক্ষুদ্র অংশ শুধুমাত্র রংপুর জেলাধীন ৪৮ হেক্টর জলায়তনের সেচ ক্যানেল অংশে কোনরুপ সার ও খাদ্য প্রদান ছাড়াই ১৫ মে. টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতদভিন্ন জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনার ফলে দেশীয় প্রজাতির চেলা, পুটি, টেংরা, কাকিলা, মলা, বাতাশি, চান্দা, গুচি, টাকি, চিংড়ি সহ অন্যান্য দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ থাকে যে, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান সেচ খাল সহ প্রায় সমুদয় জলাশয় নীলফামারী জেলায় অবস্থিত হওয়ায় উক্ত এলাকার জনগণ এ সকল ক্ষেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য সুফল ভোগ করবে, আর দারিদ্র্য বিমেচন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার আওতা বৃদ্ধি পেয়ে মৎস্য ক্ষেত্র হবে সম্প্রসারিত।

ইলিশ সম্পদের উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের সাফল্য

জীববৈচিত্রের আলোকে ইলিশ মাছের (Tenualosa ilisha) মত অভিপ্রায়ণশীল মাছ থাকা একটি দেশের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার তাই এর গুরুত্ব সবার ওপর। ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সাথে মিশে আছে ইলিশের স্বাদ, রূপ ও সুঘাণ। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সকল নদীতে এক সময় বছরব্যাপী ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু আশির দশকের পর থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। প্রায় হারিয়ে যাওয়া জাতীয় ইলিশ মাছ রক্ষা ও উন্নয়ন মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট।

বাঙালীর অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু এ মাছ যুগ যুগ ধরে রসনা তৃপ্তির পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিরাপদ আমিষ সরবরাহে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরে একক প্রজাতি হিসেবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এ নবায়নযোগ্য মৎস্যসম্পদ। গত ২০০৯-১০ সনে দেশে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল ৩.১৩ লক্ষ মে. টন, ২০১৪-১৫ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৩.৮৭ লক্ষ মে. টন, যা দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১১ শতাংশ এবং এর চলতি বাজার মূল্য প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা শুধু তাই নয় জিডিপি- তে ইলিশ মাছের আবদান প্রায় শতকরা ১ ভাগ। বর্তমান

সরকারের সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিগত পাচঁ বছরে ইলিশ উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪.৯১%।

ইলিশ সম্পদের আহরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে আছে উপকূলীয় জেলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং উপকূলবাসীদের জীবন-জীবিকা। দেশের উপকূলীয় এলাকা ও পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার প্রায় পাঁচ লক্ষ মৎস্যজীবী প্রত্যক্ষভাবে ইলিশ আহরণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া পরিবহন, বিপণন, জাল-নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইলিশ মাছের ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কাজেই এটি সহজেই অনুমেয় দরিদ্র মৎস্যজীবী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইলিশের ভূমিকা অপরিসীম।

ইলিশ সম্পদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

বর্তমান সরকার ইলিশ সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষার আইনটি প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী-

জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময় নভেম্বর থেকে মে-এর পরিবর্তে নভেম্বর থেকে জুন এবং জাটকার দৈর্ঘ্য ২৩ সেন্টিমিটারের পরিবর্তে ২৫ সেন্টিমিটার করা হয়েছে।

মা ইলিশ রক্ষায়ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন সময়োপযোগী করা হয়েছে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী আশ্বিন মাসের ১ম উদীত চাঁদের পূর্ণিমার সাথে মিলিয়ে প্রধান প্রজনন মৌসুম পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি সনে মা ইলিশ আহরণ বন্ধের সময়সীমা ১৫ দিন হতে বৃদ্ধি করে ২২ দিন করা হয়েছে।

ইলিশ সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে আইন সংশোধনের পাশাপাশি জেলেদের সহায়তার জন্য বর্তমান সরকার যে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত করছে তার মধ্যে অন্যতম হলো-

জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেরা যাতে ক্ষুধায় কষ্ট না পায়, সে জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

২০০৪-০৫ থেকে ২০০৭-০৮ সালে জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬,৯০৬ মে. টন। সেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বিগত ৮ বছরে ভিজিএফ সহায়তা দেয়া হয়েছে ১,৯৬,৫৬৯ মে. টন। ২.৩৬ লক্ষ জেলে পরিবারের মাঝে এই খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

ভিজিএফ চাল দেয়ার পাশাপাশি জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত মোট ৩২,৫০৯ জন জেলেকে দশ হাজার টাকা মূল্যের উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় প্রতিবছর দেশব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষা প্রতি বছর পৃথকভাবে নভেম্বর-জুন পর্যন্ত ৮ মাস এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় যৌথ অভিযান, ভ্রাম্যমান আদালত এবং বিশেষ কম্বিং অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

ইলিশ সম্পদ রক্ষায় মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় জাটকা রক্ষা অভিযানে বিগত পাচঁ বছরে মোট ৬,৫২২টি মোবাইল কোর্ট ও ১৯,৩৩০টি অভিযান পরিচালনা করে ১১৬৮.৮৩ মে.টন জাটকা জব্দ এবং ২৯১৩. ৩৬ লক্ষ মিটার জাল আটক করা হয়েছে। সেই সাথে ৯৮.৭৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করে ১৭৬৬ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে। আর মা ইলিশ রক্ষায় বিগত পাচঁ বছরে মোট ৫,২৬৯টি মোবাইল কোর্ট ও ২২,১০৫টি অভিযান পরিচালনা করে ৩৮৬.৩৬ মে.টন মা ইলিশ জব্দ এবং ৭১৭.৬৬ লক্ষ মিটার জাল আটক করা হয়েছে। সেই সাথে ১৩০.০০ লক্ষ টাকা জরিমানা করে ৩৯৩৭ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে।

চলতি বছর জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালিত হয়েছে। এর আওতায় ভোলা, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় বিভিন্ন আইন রক্ষাকারী সংস্থার সহায়তায় "সম্মিলিত বিশেষ অভিযান" পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানের ফলে তিন জেলা হতে মোট ২২৫টি মোবাইল কোর্ট ও ৪৩৩টি অভিযান পরিচালনা করে ১৩২৬টি বেহুন্দি জাল এবং ১০৭১টি অন্যান্য জাল যেমন-বেড় জাল, চর ঘড়া জাল, মশারী জাল, চাইজাল ইত্যাদি আটক করা হয়েছে।

এসকল অভিযানের পাশাপাশি মুন্সিগঞ্জ জেলায় কারেন্ট জাল ফ্যাক্টরীতেও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এই অভিযানের আওতায় মোট ৩৫টি ফ্যাক্টরীতে মোবাইল কোর্ট ১৯৭৩.৭৩ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল আটক করে জব্দ করা হয়েছে। এবং ৫.৮৭ লক্ষ টাকা জরিমানা করে ৩৪ জনকে জাল প্রদান করা হয়েছে।

ইলিশের প্রাচুর্যতা ও ধারাবাহিক বিস্তৃতি:

এসকল কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে বিগত বছরগুলোতে ইলিশের সহনশীল উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ সনে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯৮ লক্ষ মে.টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎপাদন দাড়িয়েছে ৩.৮৭ লক্ষ মে.টন। অর্থাৎ ছয় বছরে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮৯ হাজার মে.টন।

জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় বিদ্যমান আইনটি যুগপোযোগীকরণ করা হয়েছে। বিগত ২০০৪-০৫ অর্থ বছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিবছর ১৫-২৪ অক্টোবর ১০ দিন চিহ্নিত ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ

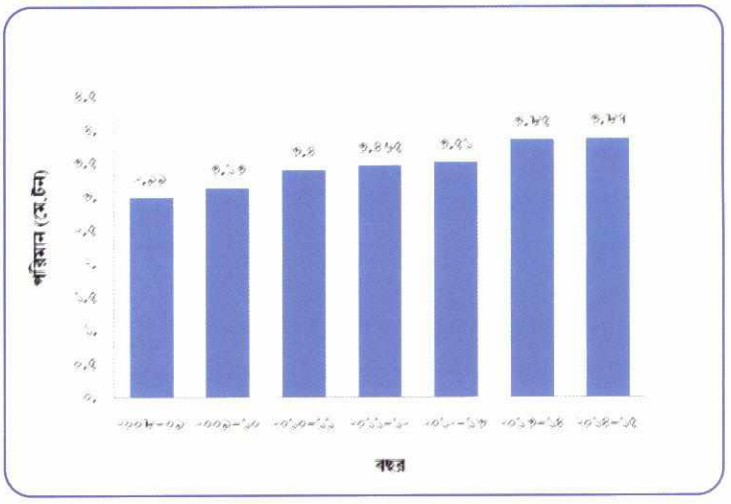

সংক্রান্ত সরকারী বিধি বাস্তবায়ন করা হতো। কেননা ইশির প্রজনন আশ্বিনের বড় পূর্ণিমার সাথে সম্পর্কিত। প্রতি বছর পূর্ণিমার দিন পরিবর্তন হয় এবং সেই

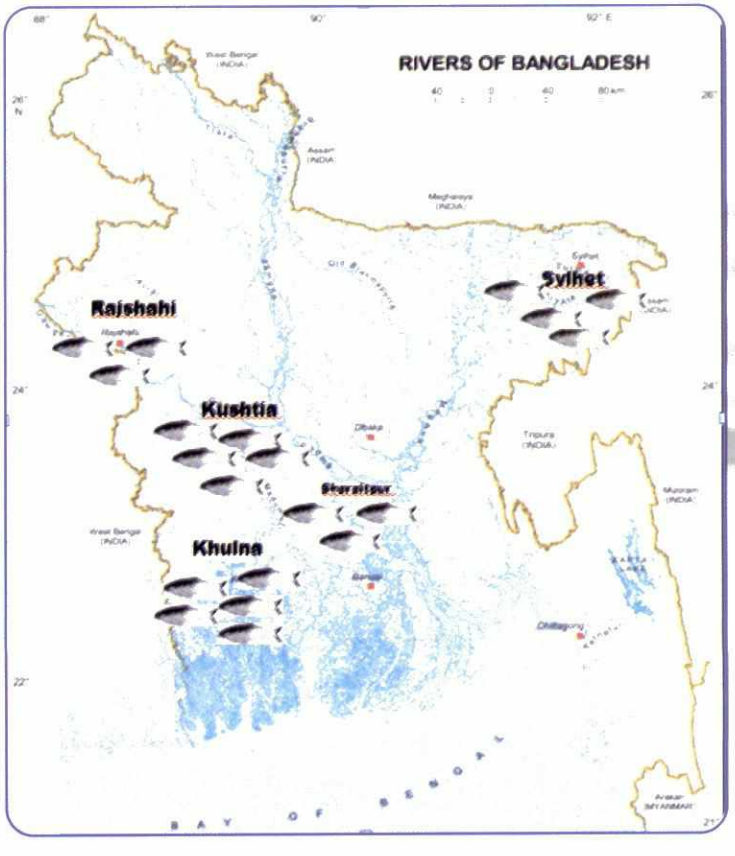

সাথে ইলিশের প্রজনন মৌসুমের তারিখও পরিবর্তন হয়। কিন্তু আইনে প্রধান প্রজননের তারিখ প্রতিবছরের জন্য নির্দিষ্ট থাকার কারণে সেই সময়ে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম আর সফল বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ ব্যর্থ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে বর্তমান সরকারের সুযোগ্য নের্তৃত্বে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১ সালে প্রচলিত আইনটি সংশোধন করে সময়োপযোগী করা হয়েছে। সংশোধিত আইন মোতাবেক ইলিশের নিরাপদ প্রজননের জন্য প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের পাঁচ দিন ও পরের পাঁচ দিন মোট ১১ দিন উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সংশোধিত আইনটি বিগত ৫ বছর প্রধান প্রজনন মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে পূনরায় কিছুটা সংশোধন করা করা হয়। যার ফলে চলতি সনে আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের ৪ দিন ও পরের ১৭ (সতের) দিন মোট ২২ দিন প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে আইন সংশোধনের মাধ্যমে ২০১৪ সন হতে জাটকার আকার পরিবর্তন করে ২৩ সে.মি হতে ২৫ সে.মি এবং আহরণ নিষিদ্ধ সময় নভেম্বর হতে মে এর পরিবর্তে জুন পর্যন্ত অর্থাৎ ৮মাস করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে নিম্ন মেঘনা হতে ইলিশের পোনা ''জাটকা'' আজ পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। এবং বিভিন্ন আকারের ইলিশের পোনা সারাবছর এসকল নদীতে আজ দৃশ্যমান।

নদীতে খাঁচায় মাছচাষ: খামারীদের জন্য মাছ ধরার কতিপয় পরামর্শ

মৎস্য অধিদপ্তরের বিশেষ তৎপরতার ফলে প্রবাহমান নদীতে ভাসমান খাঁচায় বাণিজ্যিক মাছচাষ কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন স্থানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লাভের পাশাপাশি এক্ষেত্রে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। লাভজনকভাবে খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে তাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

পোনা: দেশে মনোসেক্স তেলাপিয়ার অনেক হ্যাচারি থাকলেও সম্ভাবনাময় নদী সন্নিহিত এলাকার অনেক স্থানে যেখানে খাঁচায় মাছ চাষ করা যেতে পারে পর্যাপ্ত তেলাপিয়া নার্সারী নাই বিধায় মার্চ মাসে যখন চাষের মৌসুম শুরু হয় তখন মজুত উপযোগী কাংখিত আকারের মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা পাওয়া যায় না। সঠিক সময়ে পোনা মজুত করতে না পারলে বাৎসরিক উৎপাদন কমে যাবে। প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন ব্যাহত হবে।

পোনা মজুত ব্যবস্থাপনা: যতটা সম্ভব বড় আকারের (৫০-১০০ গ্রাম) পোনা মজুত করতে হবে। মজুত ঘনত্ব নির্ভর করবে কি আকারের মাছ বাজারজাত করা হবে তার উপর। বড় আকারের মাছ বাজারজাত করতে হলে মজুত ঘনত্ব কম হবে, প্রতি ঘন মিটারে ১৫-২০টি। আর এর ছোট আকারের মাছ (৫০০ গ্রামের নীচে) বাজারজাত করতে হলে মজুত ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশী হবে, প্রতি ঘন মিটারে ২৫-৩৫টি।

খাবার ব্যবস্থাপনা: খাঁচায় মাছচাষে কেবল ভাসমান খাবার প্রযোজ্য। আর এ খাবারে পর্যাপ্ত আমিষ (২৮-৩০%) থাকা প্রয়োজন। প্রতি কেজি ভাসমান খাবারের মূল্য প্রায় ৫০/60 টাকা যা বেশীই বলা যায়। এমতাবস্থায় খাদ্য পরিবর্তন হার (এফসিআর) সমন্বয়ে দক্ষতা অর্জন করতে না পাড়লে লাভবান হওয়া কষ্টকর। সেজন্য প্রয়োজন ভাল ব্রান্ডের খাবার নির্বাচন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা।

বাজারজাতকরণ: প্রতিটি খাঁচা থেকে বছরে দুই থেকে তিনটি ফসল তোলা সম্ভব। উৎপাদিত মাছের ওজন ৫০০ গ্রামের কম হলে ৩টি, ৫০০ গ্রামের বেশী হলে বছরে ২টি ফসল আহরণ করা যাবে। উৎপাদিত মাছ কখন, কোথায় এবং কিভাবে বাজারজাত করা হবে এ তিন প্রশ্নের উত্তর আগেই জেনে নিয়ে তারপর মাঠে নামতে হবে। নইলে বিনিয়োগ সফল নাও হতে পারে। মফ:স্বলের দিকে দেখা যায় ঈদের পূর্বের এক সপ্তাহ তেলাপিয়ার বাজার বেশ ভাল থাকে। কারণ

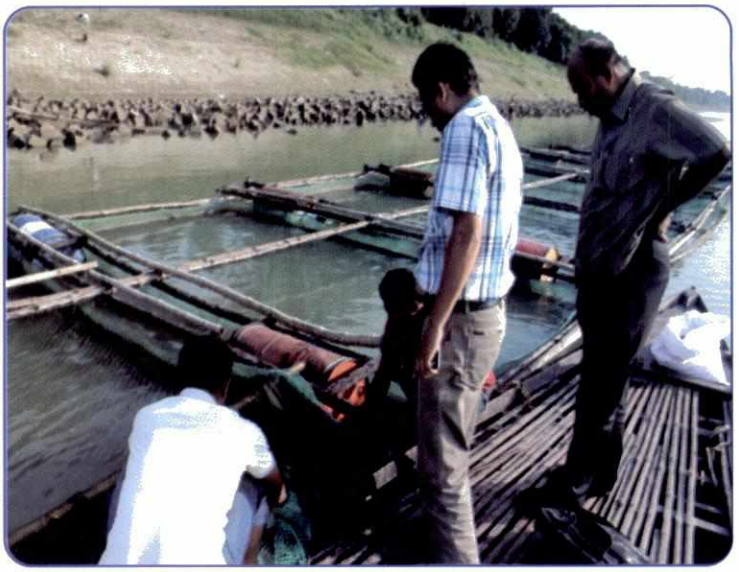

এ সময় ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ পরিবার পরিজন নিয়ে নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে আসেন। সুতরাং এ সময়টাকে বিক্রয়ের টার্গেট করা যেতে পারে। ঈদ, ঝড়, বৃষ্টি, বাদলের সময় পুকুরের জেলেরা সাধারনত কাজে আসে না। কিন্তু খাঁচার মাছ বিক্রয়ের জন্য জাল দড়ির প্রয়োজন হয় না বিধায় যে কোন সময় মাছ বিক্রয় করা যায়। সারা বছর স্থানীয় খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে প্রতিদিন কিছু কিছু মাছ বিক্রয় করা যেতে পারে। এসব কৌশল অবলম্বন করে অনেক স্থানে তুলনামূলকভাবে ভাল দাম পাওয়া যায়।

রোগবালাই: খাঁচায় মাছ চাষে তেলাপিয়ায় কখনো কখনো রোগ বিশেষ করে ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ দেখা দেয়। বর্ষার নতুন ময়লা পানিতে এ সমস্যা হতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত মজুতঘনত্ব, দূষিত পানি, মেয়াদোর্ত্তীণ খাবার প্রয়োগে ষ্ট্রেপ্টোকক্কাসঘটিত সংক্রমণ হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করা গেলে চিকিৎসায় এ রোগ ৮০-৯০% সারনো সম্ভব। পরিবহনজনিত অনভিজ্ঞতার

কারণেও অনেক মাছ মারা যায়। যথাযথভাবে টেকসই না করা, পরিবহনজনি ধকল এবং ইনজুরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা থেকে সেকেন্ডারী সংক্রমনের ঝুঁকি থাকে।

বাংলাদেশে ভাসমান খাঁচায় উৎপাদিত তেলাপিয়া মাছ গুনগত মানসম্পন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদীর পানি শিল্পকারখানার দূষণ থেকে মুক্ত থাকায় নদীতে উৎপাদিত নিরাপদ মাছ আমরা বিদেশে রপ্তানী করে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি তেমনি খামারীগনও উপযুক্ত দাম পেতে পারেন। কেবল চাঁপাইনবা-বগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদীতেই এখন বছরে উৎপাদিত হচ্ছে ১০০ টন মানসম্পন্ন তেলাপিয়া। সুতরাং সঠিক লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহনের ফলে ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে খুলে যেতে পারে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার।

বর্ষা শেষে এবং শীতের আগে মাছাচাষিদের করণীয়

আশ্বিন (সেপ্টম্বর - অক্টোবর)

বর্ষা শেষ হওয়ার পথে, বর্ষায় জন্মানো আগাছা পুকুর হতে তুলে ফেলুন। অন্যথায় এগুলো পুকুরে মাছের খাদ্য উৎপাদনে বিঘ্ন সুষ্টি করবে এবং মাছের চলাচলে অসুবিধা ঘটাবে। সবরকম পুকুরে মাছের ফলন বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সার প্রয়োগ করুন। মাঝে মাঝে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন।

কৈ, শিং, মাগুর প্রভৃতি জিয়ল মাছ বিশেষ করে মাগুরের চাষ খুবই লাভজনক। যে কোন জলাশয়ে এই জাতীয় মাছের চাষ করা যাবে।

মজুদ পুকুরে মাছ ছেড়ে না থাকলে এখনও ছাড়তে পারেন। নদ-নদী খাল-বিলে চারা পোনা না পেলে সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য খামারে পোনা মাছ এখনও পাবেন।

কার্তিক (অক্টোবর- নভেম্বর)

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। পুকুরে নিয়মিত সার ও খাবার দেয়া অব্যাহত রাখুন। পুকুরের ভিতরের এবং চারপার্শ্বের আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখুন। এখন দেশের খালে-বিলে প্রচুর নলা মাছ ধরা পড়বে। ২৩ সেঃ মিঃ এর নীচে মাছ ধরা আইনতঃ নিষিদ্ধ। নলা মাছ না মেরে তাদের বড় হওয়ার সুযোগ দিন এবং চাষের ব্যবস্থা করুন। পুকুরে জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন।

শীত আসছে। পুকুরের পানি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। কিনারে জেগে ওঠা আগাছা সরিয়ে ফেলুন। আগাছা পঁচিয়ে কম্পোট সার তৈরী করে নিতে পারেন।

এ মাসে একবার বিঘাপ্রতি ১৫ কেজি চুন প্রয়োগ করে পানি শোধন করে নিন। তাতে রোগের আশংকা অনেকটা হ্রাস পাবে।

অগ্রহায়ণ (নভেম্বর - ডিসেম্বর)

শীতের সময় পুকুরে সারের ব্যবহার আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলুন। শীতে জৈব সার ব্যবহার না করাই উচিত। খাদ্য ঘাটতির জন্য পরিমান মত অজৈব সার ব্যবহার করতে পারেন।

জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন।

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা -

সৈয়দ আরিফ আজাদ
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ -

জনাব এম আই গোলদার
পরিচালক (সামুদ্রিক) আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম - সভাপতি

জনাব মোঃ গোলজার হোসেন
উপপরিচালক (মৎস্যচাষ) - সদস্য সচিব

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা) - সদস্য

ড. মোহা. সাইনার আলম
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) - সদস্য

জনাব কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১) - সদস্য

বেগম আয়েশা সিদ্দীকা
সহকারী পরিচালক - সদস্য

জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন
প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা - সদস্য

জনাব মোঃ বদরুল আলম শাহীন
সহকারী প্রধান - সদস্য

প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তথ্য সংগ্রহ -
জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন, প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা

ডিজাইন ও কম্পোজ -
সৈয়দ রাকিবুল মইন রুমি, সিনিয়র ফটো আর্টিস্ট

ব্লু-ইকনোমি: সম্ভাবনার নতুন দ্বার, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ

বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার লক্ষ্যে 'আর ভি মীন সন্ধানী' নামে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ মালয়েশিয়ায় নির্মাণ করে বাংলাদেশে আনা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি কর্তৃক আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন হলে আগামী নভেম্বর, ২০১৬ থেকে মৎস্যসম্পদের জরিপের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মনিটরিং এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ''বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প'' এর মাধ্যমে ১৩৩ টি ট্রলারে Vessel Monitoring System (VMS) ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার ট্রলার কর্তৃক সকল প্রজাতির মৎস্য এবং ক্রাস্টেশিয়ানস আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে গত এক বছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Exclusive Economic Zone (EEZ) এবং Area Beyond National Jurisdiction (ABNJ) এর ২০০ মিটার গভীরতার উর্দ্ধে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টুনা এবং টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জন্য ৪টি লং লাইনার ফিশিং লাইসেন্সের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Indian Ocean Tuna Commision (IOTC) এর Cooperating Non Contracting Party (CNCP) মর্যাদা অর্জন করেছে।